IslamHouse.com

[illegible]

[illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible]

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

IslamHouse.com

تعرف على نبيك

(باللغة البنغالية)

محمد بن أحمد بن محمد العماري

ترجمة: علي حسن طيب

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

□□□□□□□□□□ □□□□□□□.............

প্রতিটি মানুষের কর্তব্য তার নবীর পরিচয় জানা। কেননা আমাদের যে কেউ মারা গেলে তাকে কবরে শোয়ানোর পর তার দেহে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়া হবে। অতপর দু’জন ফিরিশতা আসবেন। তারা তাকে বসিয়ে তার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। এ পুস্তিকায় কুরআন-সুন্নাহ’র উদ্ধৃতি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

1

আপনার নবীকে চিনুন

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মানুষকে (বিদ্যা) শিখিয়েছেন কলম দ্বারা। শিক্ষা দিয়েছেন এমন বিষয় যা সে জানত না। সকল স্তুতি তাঁর-ই জন্য, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক ওই সত্তার প্রতি, যিনি মনগড়া কিছু বলেন না; যা বলেন আল্লাহর অহী প্রাপ্তির আলোকেই বলেন।
পরকথা, প্রতিটি মানুষের কর্তব্য তার নবীর পরিচয় জানা। কেননা আমাদের যে কেউ মারা গেলে তাকে কবরে শোয়ানোর পর তার দেহে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর দু’জন ফিরিশতা আসবেন। তারা তাকে বসিয়ে তার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। যেমন, বারা ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিন বান্দাকে কবরে রাখার পরের অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

2

«فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي».

“[illegible]”[1]

---

[1] [illegible]

[illegible]

﴿ مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ ﴾ [الفتح: ٢٩]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [النساء: ١٣٦]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨﴾ [الاعراف: ١٥٨]

“[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ ٱلرُّسُلُ﴾ [ال عمران: ١٤٤]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

[illegible]

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ [الاحزاب: ٤٠]

“[illegible]

[illegible]

وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ

[المائدة: ٤٨]

[illegible]

[illegible] [illegible]‘[illegible],

﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٍ ١٢٠﴾ [البقرة: ١٢٠]

“[illegible], [illegible] [illegible], ‘[illegible]-[illegible], [illegible], [illegible]”। [[illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible] ‘[illegible], [illegible] ‘[illegible],

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

“[illegible], [illegible] ([illegible])

[illegible]”।[2]

[illegible] ‘[illegible], [illegible] ‘[illegible],

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ، وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ»

“[illegible], [illegible] ‘[illegible], [illegible]”।[3]

[illegible] ‘[illegible], [illegible] ‘[illegible],

---

[2] [illegible]

[3] [illegible]

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي»

“সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মূসা ‘আলাইহিস সালাম জীবিত থাকতেন আমার আনুগত্য ব্যতিরেকে তারও কোনো উপায় থাকত না”।[4]

ষষ্ঠ : তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাণাধিক ভালোবাসা অপরিহার্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٞ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ٢٤﴾ [التوبة: ٢٤]

“বলুন, ‘তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে

[4] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৫১৫৬ হাসান লিগাইরিহী সনদে বর্ণিত।

বাসস্থান , যা তোমরা পছন্দ করছ , যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত’। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৪]

এ আয়াতের দাবী অনুযায়ী আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ঈমান সঠিক হওয়ার অপরিহার্য শর্ত।

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يُـؤْمِنُ أَحَـدُكُمْ، حَتَّى أَكُـونَ أَحَبَّ إِلَيْـهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

“তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না আমি তার প্রিয়তম হই তার পিতা, সন্তান এবং সব মানুষের চেয়ে”।[5]

সে ব্যক্তি তো ঈমানের স্বাদই পায় না যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে না।

---

[5] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫; সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪৪।

[illegible]

«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُـولُهُ أَحَبَّ إِلَيْـهِ مِمَّا سِـوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَـرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْـرَهَ أَنْ يَعُـودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْـهُ، كَمَا يَكْـرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»

[illegible] [6]

[illegible]

[illegible]

---

[6] [illegible]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ وَأَنتُمۡ تَسۡمَعُونَ ٢٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ ٢١﴾ [الانفال: ٢٠، ٢١]

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, অথচ তোমরা শুনছ। আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বলে আমরা শুনেছি অথচ তারা শুনে না"। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২০-২১]

সুতরাং যে রিসালতে বিশ্বাস স্থাপন করবে তার জন্য আনুগত্যও ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ﴾ [النساء: ٦٤]

"আর আমরা যেকোনো রাসূল প্রেরণ করেছি তা কেবল এ জন্য, যেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৪]

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]

"যে রাসূলের আনুগত্য করে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করে"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮০]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ

[illegible] ‘[illegible] [illegible],

«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»

“[illegible], [illegible], [illegible] [illegible]”[7]

[illegible] ‘[illegible],

﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْ﴾ [النور: ٥٤]

‘[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible]” [illegible]
[[illegible] [illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

﴿يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيۡتَنَآ أَطَعۡنَا ٱللَّهَ وَأَطَعۡنَا ٱلرَّسُولَا۠ ٦٦﴾ [الاحزاب: ٦٦]

“[illegible], [illegible], ‘[illegible],

[7] [illegible], [illegible]; [illegible], [illegible]

আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম”! [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৬]

অষ্টম : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও তাঁর সমর্থিত বিষয়ের আনুগত্য ওয়াজিব

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত কথা, কাজ ও তাঁর সমর্থন করা বিষয় আছে সেসবের আনুগত্য ও অনুকরণ তার জন্য ওয়াজিব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨﴾ [الاعراف: ١٥٨]

“আর তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৮]

সেহেতু যে কেউ আল্লাহকে ভালোবাসে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করবেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١﴾ [ال عمران: ٣١]

"বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

নবম: তাঁর আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করা এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧﴾ [الحشر: ٧]

"রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর"। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭]

দশম: তাঁর বিপরীত অবস্থান হারাম

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ হারাম। আল্লাহ তা 'আলা বলেন,

﴿ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣﴾
[النور: ٦٣]

“[illegible]”
[[illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible]: [illegible] ‘[illegible] [illegible]‘[illegible],

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥﴾
[النساء: ١١٥]

‘[illegible]”
[[illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible]

إِنَّ لَّذِينَ يُؤۡذُونَ للَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ للَّهُ فِي لدُّنۡيَا وَلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابٗا مُّهِينٗا ٥٧
[الاحزاب: ٥٧]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

وَلَّذِينَ يُؤۡذُونَ رَسُولَ للَّهِ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٦١ [التوبة: ٦١]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

قُلۡ أَبِللَّهِ وَءَايَٰتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ٦٥ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ إِن نَّعۡفُ عَن طَآئِفَةٖ مِّنكُمۡ

نُعَــذِّب طَآئِفَــةَۢ بِــأَنَّهُمۡ كَــانُواْ مُجۡرِمِينَ ٦٦﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

“বল, ‘আল্লাহ , তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে’? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফুরী করেছ ”। [সূরা আত -তাওবাহ , আয়াত: ৬৫-৬৬]

ত্রয়োদশ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিষ্পাপ জানা

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কথা , কাজ ও সমর্থন দেওয়া কাজে নিষ্পাপ ও নির্ভুল বলে বিশ্বাস করা জরুরি। আল্লাহ তাঁকে বচনে-বলনে মুক্ত করেছেন সব ধরনের ভুল -ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি থেকে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর কোনো আলেম -বিজ্ঞানী ভুলের ঊর্ধ্বে নন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿وَمَا يَنطِــقُ عَنِ لهَــوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُــوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤﴾ [النجم: ٣، ٤]

“আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তাতো কেবল অহী , যা তার প্রতি অহীরূপে

[illegible] [illegible] [illegible]” [illegible] [[illegible] [illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]-[illegible]]

﴿ وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ ٤٤ لَأَخَذۡنَا
مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ ٤٥ ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ ٤٦ فَمَا
مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ عَنۡهُ حَٰجِزِينَ ٤٧﴾ [الحاقة: ٤٤،
٤٧]

“[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]” [illegible] [[illegible] [illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]-[illegible]]

[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible],

﴿وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨﴾ [الاعراف:
١٥٨]

“[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]” [[illegible] [illegible]-[illegible]‘[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible] [illegible],

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣١﴾ [آل عمران: ٣١]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

‘[illegible]”[8]

[illegible]

«لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ»

“[illegible]”[9]

[8] [illegible]
[9] [illegible]

[illegible]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٦٧ [المائدة: ٦٧]

“[illegible]”

[illegible]

[illegible]

لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ [الفتح: ٩]

“[illegible]

কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর ”।’ [সূরা আল -ফাতহ, আয়াত: ৯]

যে কেউ কুরআন পড়বে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানের আলামত সম্পর্কে জানতে পারবে। তাঁর সম্মানের বিষয়টিও আল্লাহ -রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত। এটাকে আল্লাহ মানুষের রুচি বা ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দেন নি।

প্রথম আলামত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজকে সম্মান করা। সেহেতু তাঁর কথার ওপর কারোও কথা কিংবা তাঁর কাজের ওপর অন্য কারও কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١ ﴾ [الحجرات: ١]

“হে ঈমানদারগণ , তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ,

[illegible]”। [[illegible] [illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible] [illegible]: [illegible] ‘[illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible],

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦﴾ [الاحزاب: ٣٦]

‘[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]”। [[illegible] [illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible] [illegible]: [illegible] ‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible],

﴿ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣﴾ [النور: ٦٣]

“[illegible], [illegible] ‘[illegible]”। [[illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible]: [illegible] ‘[illegible] ‘[illegible],

﴿ يَوۡمَئِذٖ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوۡ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضُ وَلَا يَكۡتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثٗا ٤٢﴾ [النساء: ٤٢]

“[illegible], [illegible], [illegible]”। [[illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible],

﴿ وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا ٢٧﴾ [الفرقان: ٢٦]

“[illegible], [illegible]

যদি রাসূলের সাথে কোনো পন্থা অবলম্বন করতাম!” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২৭]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحشر: ٧]

‘আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭]

পঞ্চম আলামত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বা বাক্যোচ্চারণকে সম্মান করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের ওপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ২]

ষষ্ঠ আলামত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে সম্মান করা এবং দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরা। ‘ইরবাদ ইবন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَـــرَى اخْتِلَافًا كَثِـــيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْـدَثَاتِ الأُمُـورِ فَإِنَّهَا ضَـلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِـكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْـهِ بِسُـنَّتِي وَسُـنَّةِ الخُلَفَـاءِ الرَّاشِـدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»

“([illegible]) [illegible]”[10]

[illegible]: [illegible]

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦﴾ [الاحزاب: ٥٦]

“[illegible] ([illegible]) [illegible]

[10] [illegible]

[illegible]”। [[illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible] ‘[illegible], [illegible] ‘[illegible],

«رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ »

“[illegible]”।[11]

[illegible] ‘[illegible] [illegible]-[illegible] ‘[illegible],

«أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَـالَ لَـهُ بَشِـيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَـكَتَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ: «قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

[11] [illegible], [illegible]

مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَـارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَـــــارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের সম্মুখে আগমন করলেন যখন আমরা সা ‘দ ইবন উবাদার মজলিসে বসা ছিলাম। তখন তাঁর উদ্দেশ্যে বাশীর ইবন সা ‘দ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল , আল্লাহ তা ‘আলা তো আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আপনার ওপর দরূদ পড়তে ; আপনার ওপর আমরা কীভাবে দরূদ পড়ব ?’ তিনি বললেন , বলো : (উচ্চারণ) ‘আল্লাহুম্মা সাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া‘আলা আ-লি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া‘আলা আ-লি ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ ; আল্লাহুম্মা বা -রিক ‘আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া ‘আলা আ-লি মুহাম্মাদ কামা বা -রাকতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আ-লি ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ’

অর্থাৎ হে আল্লাহ , তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর বংশধরদের ওপর এইরূপ রহমত

নাযিল করো, যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ, তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর বংশধরদের ওপর বরকত নাযিল করো, যেমন বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়”।[12]

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই নিজের কোনো ভালো বা মন্দ করতে সক্ষম নন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ [الاعراف: ١٨٨]

“বল, ‘আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৮]

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের কোনো ভালো বা

[12] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০৫।

[illegible],

﴿قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١﴾ [الجن: ٢١]

“[illegible], ‘[illegible]”। [[illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible] ‘[illegible]’ [illegible],

﴿تِلۡكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ نُوحِيهَآ إِلَيۡكَۖ مَا كُنتَ تَعۡلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوۡمُكَ مِن قَبۡلِ هَٰذَاۖ فَٱصۡبِرۡۖ إِنَّ ٱلۡعَٰقِبَةَ لِلۡمُتَّقِينَ ٤٩﴾ [هود: ٤٩]

“[illegible], [illegible]”। [[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible],

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ

الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوٓءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٨٨ [الاعراف: ١٨٨]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

قُلْ لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠ [الانعام: ٥٠]

“[illegible]

[illegible]

﴿مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ
عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ
ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى
مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ
وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٩﴾
[آل عمران: ١٧٩]

[illegible]

গায়েব সম্পর্কে জানাবেন। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্যে যাকে চান বেছে নেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ٢٦ إِلَّا مَنِ
ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ
يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدٗا ٢٧﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧]

“তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া। আর তিনি তখন তার সামনে ও তার পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করবেন”। [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২৬-২৭]

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি শরী‘আত প্রবর্তক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রবর্তিত শরী‘আত অনুসরণকারী।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ [الجاثية: ١٨]

“[illegible]”। [illegible]

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآيِٕ نَفْسِيٓ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٥ قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦ [يونس: ١٥، ١٦]

“[illegible]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ
وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ
يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ
ٱلۡكَٰفِرِينَ ٦٧ [المائدة: ٦٧]

[illegible]

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤﴾ [النحل: ٤٤]

[illegible]

[illegible]

﴿وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨﴾ [الاعراف: ١٥٨]

[illegible]

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١﴾ [آل عمران: ٣١]

“বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস , তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ”। [সূরা আলে ইমরান , আয়াত: ৩১]

আরও বলেন,

﴿ لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١ ﴾ [الاحزاب: ٢١]

“অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ’র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে ”। [সূরা আল - আহযাব, আয়াত: ২১]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথাযথ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন !

সমাপ্ত